অবিলম্বে রিলিজের জন্য
মিডিয়া যোগাযোগ: অ্যানা শিলার, (+1) 202-419-4514, aschiller@pewresearch.org

ভারতীয়রা পরিবার এবং সমাজে লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকাগুলিকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন

ভারতীয়রা নারীদের রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে মেনে নেন, কিন্তু অনেকেই পারিবারিক জীবনে প্রথাগত লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকাগুলিকেই বেশি পছন্দ করেন

ওয়াশিংটন ডি.সি. (মার্চ 2, 2022) - অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় আগে, ভারত বিশ্বের সেইসব প্রথম দেশগুলির মধ্যে একটি ছিল যেখানে একজন নারীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল, এবং বর্তমানে এই দেশে বেশ কয়েকজন অত্যন্ত প্রভাবশালী নারী রাজনীতিবিদ আছেন, যার মধ্যে রয়েছেন সোনিয়া গান্ধী যিনি একটি বড় জাতীয় দলের প্রধান। ভারত জুড়ে প্রায় 30,000 প্রাপ্তবয়স্কদের উপর করা একটি সাম্প্রতিক পিউ রিসার্চ সেন্টারের সমীক্ষা অনুসারে, আজ বেশিরভাগ ভারতীয়রা বলেন যে "সাধারণভাবে, নারী ও পুরুষ উভয়ই সমানভাবে ভালো রাজনৈতিক নেতা তৈরি করে," এবং প্রতি দশজনের মধ্যে একজনেরও বেশি মানুষ মনে করেন যে নারীরা সাধারণত পুরুষদের চেয়ে *ভালো* রাজনৈতিক নেতা হন। শুধুমাত্র এক চতুর্থাংশ ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক মনে করেন যে পুরুষরা সাধারণত নারীদের চেয়ে ভালো রাজনৈতিক নেতা হন।

তবুও, পারিবারিক ব্যবস্থায়, ভারতীয়রা সাধারণত বলেন যে নারীদের তুলনায় পুরুষদের আরও বিশিষ্ট ভূমিকা থাকা উচিত। দশজনের মধ্যে প্রায় নয়জন ভারতীয়ই এই ধারণার সাথে একমত যে একজন স্ত্রীকে সবসময় তার স্বামীর কথা মেনে চলতে হবে, এদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এই অনুভূতির সাথে *সম্পূর্ণ* একমত। 2019 সালের শেষের দিক থেকে 2020 সালের শুরুর দিক পর্যন্ত (প্রধানত কোভিড-19 অতিমারীর আগে) চালানো সমীক্ষাটি অনুসারে, ভারতীয় নারীরা সাধারণত ভারতীয় পুরুষদের তুলনায় একটু কম পরিমানে বলেন যে তারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে স্ত্রীদের সর্বদা তাঁদের স্বামীদের কথা মেনে চলা উচিত (61% বনাম 67%)।

তবে, অনেক ভারতীয়ই বাড়িতে কিছু লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার প্রতি সাম্যবাদী মনোভাব প্রকাশ করেন। যেমন, 62% প্রাপ্তবয়স্ক বলেন যে বাচ্চাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব পুরুষ এবং নারী উভয়েরই নেওয়া উচিত। তবে প্রথাগত লিঙ্গভিত্তিক নিয়মগুলি এখনও জনসংখ্যার বড় অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে: প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তবয়স্ক (34%) মনে করেন যে শিশুর দেখাশোনা করার দায়িত্ব মুখ্যত নারীদের পালন করা উচিত।

অনুরূপভাবে, একটা ছোট সংখ্যাগরিষ্ঠ (54%) বলেন যে পরিবারের পুরুষ এবং নারী উভয়েরই অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব নেওয়া উচিত, কিন্তু অনেক ভারতীয় (43%) এটিকে প্রধানত পুরুষদের বাধ্যবাধকতা হিসেবে দেখেন। এবং ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্করা অধিকাংশই বলেন যে যখন চাকরি কম থাকে, তখন নারীদের থেকে পুরুষদের কর্মসংস্থানের অধিকার বেশি থাকা উচিত, যা এটাই প্রতিফলিত করে যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রাধান্য অব্যাহত রয়েছে। দশ জনের মধ্যে আট জনই এই অনুভূতির সাথে সহমত, যার মধ্যে রয়েছে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ (56%) দল যারা এতে সম্পূর্ণ সহমত।

বাড়ির মধ্যে, ভারতীয়রা পুত্র এবং কন্যা উভয় থাকাকেই মূল্য দেন: প্রায় সব ভারতীয়রাই বলেন যে একটি পরিবারে অন্তত একটি পুত্র (94%) এবং, আলাদাভাবে, অন্তত একটি কন্যা (90%) থাকা জরুরি। এবং বেশিরভাগ ভারতীয়রাই বলেন যে পিতামাতাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যা উভয়েরই সমান অধিকার থাকা উচিত (64%) এবং পিতামাতার বয়স হলে তাঁদের দেখাশোনার ক্ষেত্রে উভয়েরই সমান দায়িত্ব থাকা উচিত (58%)। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই, লোকজন এটাই বেশি বলে যে কন্যাদের তুলনায় পুত্রদেরই এই সব ক্ষেত্রে বেশি অধিকার এবং দায়িত্ব থাকা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ, যেখানে দশ জনের মধ্যে প্রায় চারজন ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক বলেন যে বয়স্ক পিতামাতাদের দেখাশোনা করার মুখ্য দায়িত্ব পুত্রদের হওয়া উচিত, সেখানে মাত্র 2% এই একই জিনিসটি কন্যাদের জন্য বলেন। উপরন্তু, বেশিরভাগ ভারতীয় (63%) পিতামাতাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং সমাধি আচারের জন্য মুখ্য দায়বদ্ধ হিসেবে পুত্রদের দেখেন - কন্যাদের নয়।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক কারণে, ভারতীয় পরিবারগুলি কন্যাদের পরিবর্তে পুত্রদের বেশি মূল্য দেওয়ার প্রবণতা দেখায় - এটি একটি প্রথা যেটাকে মূলত "পুত্র পছন্দ" বলা হয়। পুত্র পছন্দের কারণে এবং সাম্প্রতিক দশকগুলিকে আল্‌ট্রাসাউন্ডের উপলভ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, ভারত জুড়ে বেছে বেছে কন্যা ভ্রূণের গর্ভপাত ঘটে চলেছে, এই অনুশীলনটি বেআইনী হওয়া সত্ত্বেও। অনেক ভারতীয় অন্তত কিছু পরিস্থিতিতে লিঙ্গ-নির্বাচন ভিত্তিক গর্ভপাতকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখেন: দশ জনের মধ্যে চার জন ভারতীয় বলেন যে পরিবারে মেয়েদের এবং ছেলেদের সংখ্যার সামঞ্জস্য রাখার জন্য আধুনিক পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে একটা চেকআপ করে নেওয়া "সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য" বা "কিছুটা গ্রহণযোগ্য", এটা লিঙ্গ-নির্বাচন ভিত্তিক গর্ভপাতকে কিছুটা কোমলভাবে প্রকাশ করার একটা রূপ। প্রায় একই সংখ্যক মানুষ (42%) বলেন যে আধুনিক পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে পরিবারে মেয়েদের ও ছেলেদের সংখ্যার সামঞ্জস্য রাখা সম্পূর্ণরূপে *অগ্রহণযোগ্য,* যেখানে দশ জনের মধ্যে প্রায় একজন এই অনুশীলনটিকে "কিছুটা" অগ্রহণযোগ্য বলে বর্ণনা করেন।

এই প্রশ্নে এবং এই রিপোর্টের অন্তর্গত অন্য সব কিছুতে, পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে এবং বিভিন্ন বয়সের লোকজনের মধ্যে মতের পার্থক্য পরিমিত। অন্য কথায় বললে, ভারতীয় নারীরা পুত্র পছন্দ এবং লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার ব্যাপারে ভারতীয় পুরুষদের চেয়ে বেশি করে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন না, এবং তরুণ ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্কদের (বয়স 18 থেকে 34) ক্ষেত্রেও বিষয়টি সত্য যখন তাদের থেকে বেশি বয়সীদের সাথে তুলনা করা হয়।

29,999 জন ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মুখোমুখি রাষ্ট্রীয়ভাবে চালানো একটি পিউ রিসার্চ সেন্টার সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা এটি দ্বিতীয় রিপোর্ট। ভারতের সমীক্ষার অনেক ফলাফল "ভারতে ধর্ম: সহনশীলতা এবং পৃথকীকরণ,"-এ আগে প্রকাশিত হয়েছিল যেটা ধর্মীয় এবং জাতীয় পরিচয়, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশীলন, এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যেকার মনোভাব সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ দিয়েছিল। সমীক্ষাটিতে ভারতীয় সমাজের লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকাগুলি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু আগের রিপোর্টে এই প্রশ্নগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়নি এবং এখন প্রথমবার এগুলি প্রকাশিত হচ্ছে। (আর একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট, "Religious Composition of India," স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের ধর্মীয় রূপ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা গবেষণা করেছে।)

স্থানীয় সাক্ষাত্কার-গ্রহণকারীরা 17ই নভেম্বর, 2019 থেকে 23শে মার্চ, 2020 এর মধ্যে, 17টি ভাষায় সমীক্ষাটি পরিচালনা করেছিলেন। সমীক্ষাটি ভারতের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিতে চালানো হয়েছিল, ব্যতিক্রম ছিল মণিপুর এবং সিকিম - যেখানে দ্রুত-বিস্তার লাভ করা কোভিড-19 পরিস্থিতি 2020 সালের বসন্তে ফিল্ডওয়ার্ক শুরু করতে দেয়নি - এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি; এই অঞ্চলগুলি ভারতীয় জনসংখ্যার 1% এর প্রায় এক চতুর্থাংশের বাসস্থান। জম্মু এবং কাশ্মীরের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি সমীক্ষাটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যদিও নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে কাশ্মীর অঞ্চলে কোনো ফিল্ডওয়ার্ক করা হয়নি।

দ্য পিউ চ্যারিটেবল ট্রাস্টস এবং জন টেমপ্লেটন ফাউন্ডেশন দ্বারা অর্থায়িত এই গবেষণাটি ধর্মীয় পরিবর্তন এবং বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সমাজগুলিতে এর প্রভাব বোঝার জন্য পিউ রিসার্চ সেন্টারের বৃহত্তর প্রচেষ্টার একটি অংশ।

সম্পূর্ণ রিপোর্ট টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে লিঙ্গ বৈষম্যের উপলব্ধি; লিঙ্গ সম্পর্কে ভারতীয় মনোভাব বিশ্বে কীভাবে তুলনা করা হয়; লিঙ্গের প্রতি মনোভাবে শিক্ষা এবং ধর্মের শক্তিশালী প্রভাব; ভারতীয় পুরুষ এবং নারীদের, এবং বিভিন্ন বয়সের প্রাপ্তবয়স্কদের লিঙ্গের প্রতি মনোভাবের মধ্যে ন্যূনতম পার্থক্য; এবং লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকাগুলিকে কীভাবে দেখা হয় সেটায় আঞ্চলিক এবং রাজ্য-স্তরে বৈচিত্র।

রিপোর্টটি ইংরেজিতে পড়তে, এখানে যান: https://www.pewforum.org/2022/03/02/how-indians-view-gender-roles-in-families-and-society

পদ্ধতি (ইংরেজিতে): https://www.pewforum.org/2022/03/02/methodology-47

সমীক্ষার সারাংশ (ইংরেজিতে): https://www.pewforum.org/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/PF_03.02.22_India_Gender_Topline.pdf

গবেষণাটি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য বা প্রধান গবেষক, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট জোনাথান ইভান্স এবং অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর অফ রিসার্চ ডাঃ নেহা সাহগালের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের আয়োজন করতে, অনুগ্রহ করে aschiller@pewresearch.org ইমেলে বা +1-202-419-4514 নম্বরে অ্যানা শিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

###

পিউ রিসার্চ সেন্টার একটি পক্ষপাতহীন তথ্য আধার (ফ্যাক্ট ট্যাঙ্ক) যেটি বিশ্বে প্রভাব বিস্তারকারী সমস্যা, মনোভাব এবং প্রবণতাগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবগত করে। এটি নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করে না। সেন্টারটি এটির প্রধান অর্থায়নকারী দ্য পিউ চ্যারিটেবল ট্রাস্টসের একটি সাবসিডিয়ারি। আমাদের দৈনিক এবং সাপ্তাহিক ইমেল নিউজলেটারগুলি সাবস্ক্রাইব করুন।

এই প্রেস রিলিজটি এটির মূল ইংরেজি সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।